



এসেনসিয়াল ট্রিমোর এর শল্য চিকিৎসা : রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী

এসেনসিয়াল ট্রিমোর কি এবং এর কি চিকিৎসা রয়েছে ?

এসেনসিয়াল ট্রিমোর সবচেয়ে বেশী প্রচলিত মুভমেন্ট ডিজঅর্ডার। এ রোগের উপসর্গ হাত কাঁপা এবং কিছু ক্ষেত্রে মাথা, কণ্ঠনালী ও শরীরের অন্য অংশেও কাঁপুনি হয়। হাত সামনে মেলে ধরলে বা হাত দিয়ে কোন সূক্ষ্ম কাজ করতে গেলে এসেনসিয়াল ট্রিমোরের কাঁপুনি বেড়ে যায়। যদিও এসেনসিয়াল ট্রিমোর এর সম্পূর্ণ আরোগ্য যোগ্য নয়, কিছু ঔষধ কম্পন কমাতে পারে। এ গুলো হলো-

- বিটা ব্লকার – যেমন-প্রপ্রানোলল।
- খিচুনি প্রতিকারকারী ঔষধ – যেমন-প্রাইমিডোন, গাবাপেনটিন এবং টপিরামেট।
- বেনজোডায়াজিপাইন – যেমন-ক্লোনাজিপাম ও এলপ্রাজোলাম।

কিছু রোগী কাঁপুনিতে আক্রান্ত মাংশপেশীতে বটুলিনাম টক্সিন ইনজেকশন এর মাধ্যমে উপকার পেতে পারেন।

এসেনসিয়াল ট্রিমোর এ শল্য চিকিৎসার কি ভূমিকা রয়েছে ?

এসেনসিয়াল ট্রিমোর এর সব রোগী ঔষধ এর মাধ্যমে উপকৃত হন না। যে সব রোগীর ক্ষেত্রে কাঁপুনি অনেক বেশি এবং ঔষধে বিশেষ উপকার পাচ্ছেন না, তাদের জন্য শল্য চিকিৎসা এ রোগের একটি চিকিৎসা পদ্ধতি হতে পারে। বেশির ভাগ শল্য চিকিৎসায় মস্তিস্কের থ্যালামাস নামক একটি অংশকে টার্গেট করা হয়। শল্য চিকিৎসার ধরনগুলো হলো :

- ডিপ ব্রেইন স্টিমুলেশন (ডি.বি.এস)
- থ্যালামোটোমি
- ফোকাসড আলট্রাসাউন্ড (FUS)
- গামা নাইফ সার্জারী (GKS)

ডিবিএস : এটা কি ধরনের চিকিৎসা ?

ডিবিএস এক ধরনের মস্তিস্কের শল্য চিকিৎসা যেখানে একটি পাতলা তার, যাকে ইলেকট্রোড বলা হয়, যা বিদ্যুৎ অপরিবাহী বস্তুর দ্বারা মোড়ানো থাকে, মস্তিস্কের গভীরে স্থাপন করা হয়। এসেনসিয়াল ট্রিমোর এর চিকিৎসায় এ ইলেকট্রোডটি সাধারণত থ্যালামাসে রাখা হয় এবং এটি তারের মাধ্যমে পেসমেকার সাদৃশ্য যন্ত্রের সাথে সংযুক্ত থাকে, যা বুকের চামড়ার নিচে বসানো হয়। এ যন্ত্রটি থ্যালামাসে বৈদ্যুতিক সিগনাল পাঠায়। এই সিগনালে মস্তিস্কের অস্বাভাবিক তরঙ্গকে কমিয়ে শরীরের কাঁপুনির উন্নতি করে। এ চিকিৎসায় ভালো দিক হলো শুধুমাত্র ইলেকট্রোড বসানোর জায়গাটুকু ছাড়া মস্তিস্কের কোন স্থায়ী ক্ষতি হয় না। এখানে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের মাধ্যমে মস্তিস্কের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ডিবিএস এর মাধ্যমে শরীরে দুই দিকের কাঁপুনির চিকিৎসা করা যায়।

থ্যালামোটোমি : এটি কি ধরনের চিকিৎসা ?

এটি এক ধরনের শল্য চিকিৎসা যেখানে একটি পাতলা তার মস্তিস্কের থ্যালামাসে সাময়িকভাবে বসানো হয়। তারের মাথা গরম হয়ে থ্যালামাসের সামান্য অংশ পুড়িয়ে দেয়। এই প্রক্রিয়ার পর তারটি সরিয়ে ফেলা হয়। এটা মস্তিস্কের অস্বাভাবিক তরঙ্গকে কমায় এবং সেই সাথে কাঁপুনি কমিয়ে আনে। ডিবিএস এর সঙ্গে পার্থক্য হলো এ পদ্ধতিতে শরীরে শুধুমাত্র এক দিকের কাঁপুনির চিকিৎসা করা হয়।

ফোকাস আলট্রাসাউন্ড (FUS) : এটা কি ধরনের চিকিৎসা ?

থ্যালামোটোমির মতো, ফোকাসড আলট্রাসাউন্ড থ্যালামাসের একটি ছোট অংশ পুড়িয়ে দেয় ফলে কাঁপুনি কমে যায়। যা হোক ফোকাসড আলট্রাসাউন্ডে মাথায় কোন ছিদ্র করতে হয় না। বরং এখানে ফোকাসড আলট্রাসাউন্ড তরঙ্গের মাধ্যমে থ্যালামাসের একটি ছোট অংশ পুড়িয়ে দেয়া হয়। এ চিকিৎসার উপকার থ্যালামোটোমির মতোই।

জি.কে.এস (GKS) : এটি কি?

জি.কে.এস একটি চিকিৎসা পদ্ধতি যেখানে তেজস্ক্রিয় রশ্মির মাধ্যমে থ্যালামাসের একটি ছোট অংশ পুড়িয়ে দেয়া হয়। মাথায় কোন ছিদ্র করতে হয় না। তেজস্ক্রিয়তার উপকার পেতে কয়েক সপ্তাহ বা মাস প্রয়োজন হয়।

কিভাবে এই পদ্ধতিগুলো করা হয়?

এই পদ্ধতিগুলোতে অনেক সূক্ষ্ম নিশানার প্রয়োজন হয়। তাই মস্তিস্কের ছবির জন্য বিশেষ ধরনের কাঠামোর প্রয়োজন হয়। এর মাধ্যমে চিকিৎসকগণ ইলেকট্রোড, আলট্রাসাউন্ড অথবা গামা রশ্মি সঠিকভাবে থ্যালামাসের নির্দিষ্ট জায়গায় পৌছাতে পারেন। এসময় রোগী সধারনত সজাগ থাকেন এবং শারীরিক পরীক্ষা করতে সহায়তা করতে পারেন। গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই এটা কাঁপুনি কমাতে পারে।

এ চিকিৎসাগুলোর মূল সীমাবদ্ধতা ও জটিলতা কি ?

এ চিকিৎসা পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে এসেনসিয়াল ট্রিমোর সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায় না এবং কাঁপুনি আবার ফিরে আসতে পারে। যে কোন চিকিৎসার মতো এখানেও ঝুঁকি রয়েছে। সাধারণ ঝুঁকি গুলো হলো-

- শরীরের ভারসাম্য অথবা সমন্বয় কমে যাওয়া
- কথা বলার সমস্যা হওয়া
- হাত বা পায়ে বোধশক্তি কমে যাওয়া বা ঝি ঝি করা, যা এ পদ্ধতিগুলোর পর হতে পারে

ডিবিএস সেটিং এর পদ্ধতি পরিবর্তন করে এসব জটিলতা দূর করা যায়, কিন্তু অন্যান্য পদ্ধতিতে ঝুঁকি থেকে যেতে পারে। খুবই সামান্য ক্ষেত্রে ডিবিএস বা থ্যালামোটোমির সময় মস্তিস্কে স্ট্রোক, রক্তক্ষরণ বা ইনফেকশন হতে পারে। ফোকাসড আলট্রাসাউন্ড (FUS) বা জি.কে.এস (GKS) এর পরে মস্তিস্কে সংশ্লিষ্ট অংশে স্ট্রোক বা অনাকাঙ্ক্ষিত প্রদাহ তৈরি হতে পারে।